রেকর্ড সংখ্যক বই বিক্রি

আরিফ খান মিরণ ও এরশাদ খান

দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল ২৮ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত সাড়া জাগানো একুশে বইমেলা। ছোটখাট অসঙ্গতি বাদ দিলে এবারের আয়োজনকে সফলই বলতে হবে। তবে মেলা আয়োজক হিসেবে বাংলা একাডেমী তার পুরনো দুর্নাম ঘোচাতে পারেনি। যদিও শায়ত্বশাসিত নামের তাবিজটি এখনও এর গলায় ঝুলে আছে। কিন্তু বা¯বে ক্ষমতাkন্য। সরকারি দলের তল্পিবাহী। এবারও এই প্রতিষ্ঠানকর্তৃক নির্বাচিত বাংলা একাডেমী পুরস্কার এবং একুশে পুরস্কারের জন্য দলবাজ ও যোগ্যতাহীন কয়েকজনের পুরস্কার পাওয়া প্রচন্ড সমালোচিত হয়েছে।

এবারের মেলায় অন্যান্য যেকোনো বছরের তুলনায় বই বিক্রি বেশি হয়েছে। প্রচুর ভালো বই কিনতে পেরে পাঠক খুশি, প্রচুর বিক্রি হওয়াতে প্রকাশক এবং বিক্রেতাগণ আরো বেশি খুশি। শুধু বিক্রিতে রেকর্ড নয় এবার মেলায় নতুন বইয়েরও রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। প্রায় ২০০০ নতুন বই এসেছে এবার। কেন এত নতুন বই আসছে? সবগুলোর কি চাহিদা আছে? অনেক নতুন বই ও অনেক বিক্রি কি আমাদের বৃহত্তর পাঠক সমাজের পাঠাভ্যাস বৃদ্ধির প্রমাণ বহন করে? সমাজে এর কোনো ইতিবাচক প্রভাব আছে কী? এই বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলাম কয়েকজন প্রতিথযশা লেখক, সাহিত্যিককে...

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

বইয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং বিক্রি বৃদ্ধি- দুটোই আমাদের সমাজের জন্য ইতিবাচক বলতে হবে। তবে সংখ্যা ও গুণ যে আলাদা, সেটাও বুঝতে হবে। অনেক সময় দেখা যায়, সংখ্যা গুণে পরিণত হয় না। তাই বইয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও মানসম্পন্ন বই কত বেশি আসছে, সেটা দেখার বিষয়। আর আমাদের বৃহত্তর পাঠকসমাজও একটু গভীর চিন্তা দাবি করে এমন বই অহরহ কেনেন না। বইমেলায় যে সমস্যাটা আমার কাছে বড় মনে হয়, তাহলো স্থান সমস্যা। কেউ কেউ হয়তো আমার সঙ্গে অমতও পোষণ করবেন। তবে শহীদমিনার বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে যদি মেলা স্থানান্তর করা যায়, তাহলে বোধ হয় ভালো হবে। সেখানে টয়লেট, বাথরুমের ব্যবস্থা ভালো আছে। একাধিক প্রবেশপথের ব্যবস্থা করা যাবে।

আরেকটা বিষয় হলো, মেলাকে প্রকাশকদের সংগঠনের কাছে ছেড়ে দেয়া দরকার। এটা তো বাংলা একাডেমীর মেলা না। তবে বাংলা একাডেমীও থাকবে। যতই স্বায়ত্তশাসিত হোক, আমরা জানি মেলায় স্টল বরাদ্দে সরকারি হস্তক্ষেপ থাকে। তাই প্রকাশকরা আয়োজন করলে মেলায় আরো সমৃদ্ধি আসবে বলে আশা করা যায়।

শওকত আলী

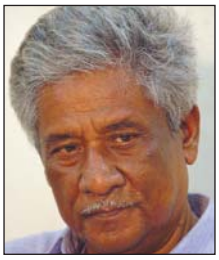

বৃহত্তর অর্থে বলতে গেলে রিডারশিপ বাড়ছে। জনপ্রিয় সাহিত্যের বিক্রি বাড়ছে। এ সবই এক অর্থে সুখবর। তবে অনেকেই মন্তব্য করেছেন, এবারের বইমেলায় জীবনঘনিষ্ঠ বই বের হয়নি। আমি তো সব বই পড়িনি, তবে এটা যদি সত্য হয় তা হতাশাব্যঞ্জক। তার পরও যেসব বই পড়ে মজা পাওয়া যায় লোকজন সে রকম বই কিনছে, বেশি বেশিই কিনছে- এটা ভালো লক্ষণ। জমজমাট মেলা হয়েছে। প্রচুর মানুষ বই কিনেছে, প্রকাশকরা খুশি। এগুলোও গুরুত্বপূর্ণ। তবে জীবনকে জানার, জীবন বুঝব- এরকম বইয়ের কথা হিসাব করতে গেলে হয়তো খুব একটা সুখকর সংবাদ পাওয়া যাবে না।

রাবেয়া খাতুন

এখন এটা একটা ফ্যাশন হয়ে গেছে যে, আমাকে লেখক হতে হবে। লিখতে হলে যে গুণের দরকার হয়, তার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করতে অনেকেই নারাজ। টাকা-পয়সা থাকলে তো কত কিছুই করা যায়। কিন্তু লেখক হতে হলে যে গুণের দরকার হয়, তা হলো সাধনা। সাধনা ছাড়া কোনোদিন বড় লেখক হওয়া যায় না। টাকা দিয়ে বই বের করলে একশ্রেণীর প্রকাশক লাভবান হয়, আর লেখক একটু আত্মতৃপ্তি লাভ করে- এর চেয়ে বেশি লাভ নেই। আর পাঠক তো বোকা নয়, তারা বই ভালো হলেই কেনে, অন্যথায় নয়।

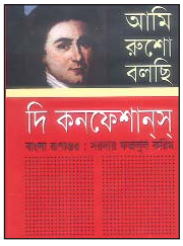

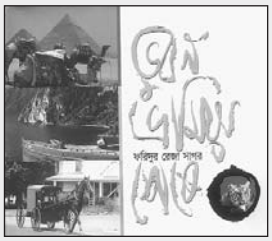

ফরিদুর রেজা সাগর নন্দিত শিশু সাহিত্যিক, জনপ্রিয় গল্প লেখক। এসবের সঙ্গে তার একটি নতুন পরিচয় যোগ করা যায়, তাহলো অসামান্য ভ্রমণকথক। প্রায় ডজনখানেক দেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে তিনি লিখেছেন 'ভুবন ভ্রমিয়া শেষে'। বইয়ের প্রায় সবগুলো ভ্রমণ কাহিনীই ইতিcর্বে সাপ্তাহিক ২০০০-এ প্রকাশিত হয়েছে। অসাধারণ নজরকাড়া চাররঙা ছবির ব্যবহার বইটিকে অন্যরকম মাত্রা দিয়েছে। পড়লে বোঝা যায় তিনি নিছক ভ্রমণের উদ্দেশ্যেই ঘর থেকে বের হননি, বরং এনেছেন পরিদর্শনকৃত স্থানের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতিসহ নানা অজানা কথা। সুদর্শন বাঁধাই ও ঝকঝকে ছাপায় বইটি বাজারে এনেছে অন্য প্রকাশ।

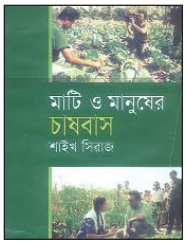

সৈয়দ শামসুল হক

আমি প্রকাশকের প্রচারভঙ্গিতে ভীষণভাবে বিরক্ত। বই আর ভোগ্যপণ্য তো এক নয়। এটা বুঝতে হবে। বইয়ের প্রচার হবে, তবে তা ভোগ্যপণ্যের প্রচারের পদ্ধতিতে নয়। বইকে প্রকাশকরা একেবারেই রুচিহীন পণ্যে পরিণত করেছে। আমি প্রকাশকদের অভিযুক্ত করবো। বাংলা একাডেমী সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলার নেই। কেননা, তারা বইমেলাকে নষ্ট করেছে। বাংলা একাডেমী বাংলা সাহিত্যের কেশ উৎপাটন ছাড়া কিছুই করতে পারার যোগ্যতা রাখে না। কিছুদিন পর হয়তো দেখবো বইয়ের প্রচারে প্রিন্সেসের নাচও অন্তর্ভুক্ত করা হবে। অন্তত জনপ্রিয় ধারার উপন্যাসের ক্ষেত্রেও তা হতে পারে।

আল মাহমুদ

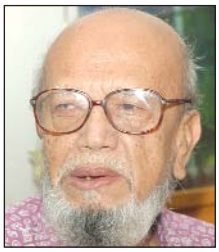

এক কথায় এবারের মেলা ছিল দারুণ আয়োজন। অনেক বেশি নতুন এই আসছে, বিক্রিও ভালো। এগুলো সবই শুভ লক্ষণ। এতে এটাই প্রমাণ করে, আমাদের সচেতনতা বাড়ছে। পড়ার অভ্যাস বাড়ছে। এবারের মেলার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে ব্যাপার তা হলো, বিচিত্র বিষয়সমৃদ্ধ বই। হরেক রকমের এতো বই এসেছে যে, বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে যেতে হয় এবং কমবেশি সেগুলোও বিক্রি হচ্ছে। আর এত বই যেহেতু প্রকাশ পাচ্ছে, নিশ্চয়ই ন্যূনতম কাটতিও আছে।

নির্মলেন্দু গুণ

বেশি নতুন বই আসা এবং বেশি বিক্রি দুটোই সুখবর। তবে বই বেশি আসছে, কিন্তু মানসম্পন্ন বই বেশি আসছে না- এই অভিযোগের সত্যতা থাকলেও এতে হতাশার কিছু নেই। কারণ অনেক খারাপ বই সহজেই প্রকাশ পেলে ভালো বই পাওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো পৃষ্ঠপোষকতা। আগে একটা বই বের করা ছিল কত কঠিন কাজ। এখন যেভাবেই হোক, খুব সহজেই বই হয়ে যাচ্ছে। এ সহজ পৃষ্ঠপোষকতার কারণে আমরা অনেক হালকা বইয়ের মাঝেও ভালো বই পাবো।

সৈয়দ আবুল মকসুদ

এবারই নয়, কয়েক বছর যাবৎ শুধু ফেব্রুয়ারি বইমেলার মধ্যেই হাজার দুয়েক বই প্রকাশিত হয়। খ্যাতিমান ও প্রতিষ্ঠিত লেখকদের বই যেমন বেরোয়, তেমনি অপরিচিত নতুন লেখকদের, এমনকি অনেকের প্রথম বইটিও মেলায় প্রকাশিত হয়। এক মাসে ২ হাজার

নতুন টাইটেল প্রকাশ খুব ছোট ব্যাপার নয়। অধিকাংশ বইয়ের মুদ্রণ, প্রচ্ছদ অর্থাৎ প্রকাশনার মান মন্দ নয়। কিন্তু কোনো বইয়ের প্রাণ হলো তার উপজীব্য বা আলোচ্য বিষয়। সেদিক বিবেচনা করলে অধিকাংশ বই মানসম্মত নয়। অনেক লেখক হুজুগে বই বের করছেন।

গত দশ বছরে মেলায় সৃষ্টিশীল বই যেমন কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস প্রভৃতি প্রকাশিত হয়েছে, তার অধিকাংশই মনাসম্মত সাহিত্য পদবাচ্য নয়। প্রতি বছর মেলায় প্রকাশিত পাঁচটি করে উপন্যাস যদি টিকে যেত, তাহলে ১০ বছরে ৫০টি উপন্যাস আজ জনপ্রিয় বা প্রসিদ্ধ হতো। গত এক দশকে দু-একজন ছাড়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঔপন্যাসিকের আবির্ভাব ঘটেনি। তরুণদের কেউ কেউ লেখার ক্ষমতা রাখেন। কিন্তু তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে তারা ভালো কিছু দিতে পারছেন না। অনেকের মধ্যে নিরীক্ষার প্রবণতা আছে। খুবই ভালো কথা, কিন্তু নিষ্ঠাহীন নিরীক্ষায় ভালো কিছু হয় না। শিল্পকর্মের ব্যাপার, গভীর সাধনার ব্যাপার। তাড়াহুড়োর স্থান এখানে নেই। আসল কথা হলো, সাধনা নেই। ক্ষমতা শুধু থাকলেই হবে না, সাধনার দ্বারা তাকে আরো শাণিত করে তুলতে হবে। অপেক্ষা করতে চান না প্রায় কেউই।

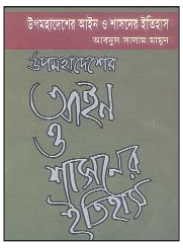

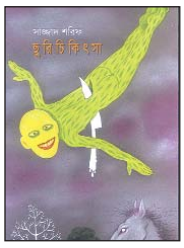

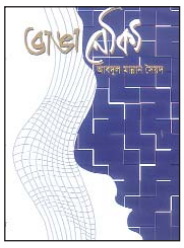

মঈনুল আহসান সাবের

আমাদের মধ্যবিত্ত পাঠকদের ক্রয়ক্ষমতা কম। তার পরও যে তারা বই কিনছে, এটা একটা বিশাল ব্যাপার। তবে বৃহৎ অর্থে আমাদের লোকজনের বই পড়ার অভ্যাস অনেক বেড়ে গেছে, তা বলা যাবে না। কারণ, সব রকমের বই-ই যে বেশি বিক্রি হচ্ছে, তা ঠিক নয়। একটি নির্দিষ্ট ঘরানার বা কোনো এক নির্দিষ্ট লেখকের বই বেশি বিক্রি হচ্ছে। এটা তো সামগ্রিক কোনো চিত্র নয়। জনপ্রিয় সাহিত্যের কদর বেশি। এরাই মূল পাঠক। এরা হলেন মোট পাঠকের ৭৫ শতাংশ। আর সিরিয়াস বইয়ের পাঠক আছে বাকি ২৫ শতাংশ।

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

বেশি বেশি বই আসা যেমন সুখবর, তেমনি বই বেশি বিক্রি হচ্ছে, সেটাও অনেক বড় সুখবর। লক্ষ করবেন, কারা এই বইমেলায় বেশি আসে। বেশির ভাগই মধ্যবিত্ত শ্রেণী। মেলায় যে ঘিঞ্জি অবস্থা, ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে মেলায় প্রবেশ করা খুবই কষ্টসাধ্য কাজ। তার পরও যারা মেলায় আসছে, বই কিনছে- এটা আমার কাছে বিস্ময়কর ব্যাপার! তারা নিশ্চয়ই বেড়াতে আসছে না। যে পর্যায়ের ক্রেতা মেলায় আসছে, তারা বই কিনে সাজিয়ে রাখার পাত্র না। তাদের অঢেল টাকা নেই। তারা পড়ার জন্যই কষ্ট করে বইটা কেনে।

আনিসুল হক

আমাদের দেশে এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার্থী মিলে প্রতি বছর ১৫ থেকে ২০ লাখ নতুন পাঠক তৈরি হয়। কিন্তু এরা সবাই যে নিয়মিত বই পড়ে বা পড়ার অভ্যাস ধরে রাখে, তা কিন্তু নয়। প্রতি বছর মেলায় হুমায়ূন আহমেদের সর্বোচ্চ ৫০ হাজার বই বিক্রি হয়। একটি বই আবার ৫ থেকে ৬ জনে পড়ে। তার মানে সর্বোচ্চ ৪-৫ কোটি পাঠক একটি বই পড়ছে। এই সংখ্যাটা আরো বাড়াতে হবে। কিন্তু পাঠক সংখ্যা যে বেড়েছে তার প্রমাণ আমাদের সংবাদপত্রগুলো। এখন আগের চেয়ে দেড়-দুই গুণ বেশি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তার পরও তো লোকে পড়ছে। তবে বেশি বই বের হওয়া মানেই কিন্তু ভালো বই নয়। আমের মুকুল তো অনেক ধরে, কিন্তু সবগুলোতে আম হয় না।

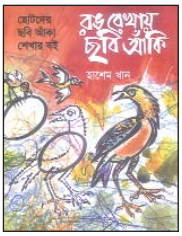

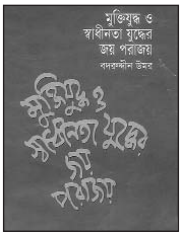

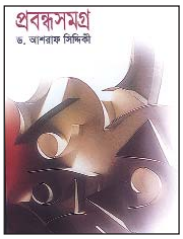

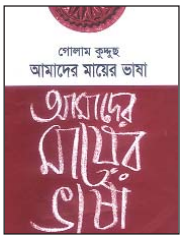

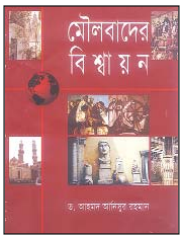

পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়

বেশি বই আসা মানেই ভালো কোনো লক্ষণ নয়। দেখতে হবে, কেমন বই আসছে। নতুন বইয়ের রেকর্ড হচ্ছে মানছি, কিন্তু রেকর্ড পরিমাণ মানসম্পন্ন বই আসছে- এমনটা বলা যাবে না। তাছাড়া বেশি বই বিক্রি হওয়াও সবসময় সুখবর নয়। পাঠক কোন ধরনের বই কিনছে, সেটা দেখতে হবে। একটি নির্দিষ্ট ঘরানার বই বেশি বিক্রি হলেই সেটাকে আমাদের পাঠ অভ্যাস বৃদ্ধির সূচক বলা যায় না।

বইয়ের খবর

মাওলা ব্রাদার্স

শাহীন আখতারের 'আবারও প্রেম আসছে', সেলিনা হোসেনের 'গল্পটা শেষ হয় না', সুব্রত অগাস্টিন গোমেজের 'কবিতা সংগ্রহ', আনিস চৌধুরীর 'উপন্যাস সমগ্র', মাসুদুজ্জামানের 'রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিক্ষাভাবনা', আসাদুজ্জামান নূরের 'গোলাম মোস্তফা, কর্ম ও জীবন', মোঃ আবুল ফয়েজের 'সর্প দংশন ও এর চিকিৎসা', খন্দকার ইব্রাহিম খালেদের 'কিছু স্মৃতি কিছু কথা', দিলারা হাসেমের 'সিংহ ও অজগর', সাজ্জাদ শরীফের 'ছুরি চিকিৎসা', নূর নবীর 'পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তা', মোরশেদ শফিউল হাসানের 'সেরা মানুষ বড় কাজ', মুহাম্মদ ইব্রাহীমের 'স্বয়ম্বরার রঙিন পছন্দ' ও 'বিশ্বভুবনে আমি কোথায়', আনোয়ারা সৈয়দ হকের 'নারীর কোনো কথা নাই'।

ঐতিহ্য

আলফ্রেড খোকনের 'ফাল্গুনের ঘটনাবলী', হারুনুজ্জামানের 'Songs of Lalon', জাফর আহমেদ চৌধুরীর 'Towards Better forest Management', রিজিয়া রহমানের 'বাঘবন্দি', প্রশান্ত মৃধার 'বইঠার টান', ফাহমিদুল হক, শাখাওয়াত মুনের 'চলচ্চিত্রে সময় সময়ের চলচ্চিত্র', খালিকুজ্জামান ইলিয়াসের অনুবাদ 'রাসোমন', বিশ্বনাথ দাসের 'অটোবায়োগ্রাফি অব অ্যান ইন্ডিয়ান প্রিন্সেস', মঈনুল আহসান সাবেরের 'তিলকের গল্প', আল মাহমুদের 'বারুদগন্ধী মানুষের দেশ', এলিজাবেথ জরগেনসেন সিং-এর 'নমস্তে দিল্লি', কার্ল সাগাল লিখিত ও আসাদ ইকবাল মামুন অনূদিত 'কসমস', এডগার রাইস বারোজ লিখিত ও রকিব হাসান অনূদিত 'টারজান-২', শামসুর রাহমানের 'শামসুর রাহমান-২', আল মাহমুদের 'আল মাহমুদ-৭'।

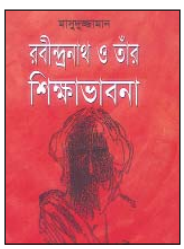

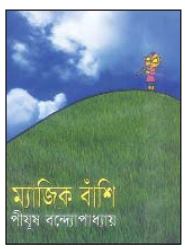

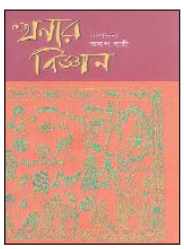

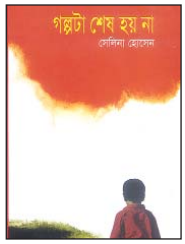

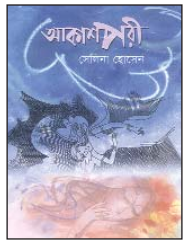

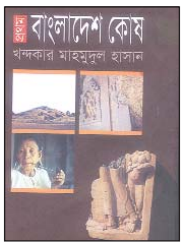

অনন্যা

সাঈদ হাসান দারার 'দিনপঞ্জি : ১৯৭১', শাহরিয়ার কবিরের 'বাংলাদেশ জঙ্গি মৌলবাদ', আলী আজগরের 'Al-Mahmud in English', শাইখ সিরাজের 'মাটি ও মানুষের চাষাবাদ', আলী ইমামের প্রাচীন সভ্যতার খোঁজে, মুহাম্মদ জাহাঙ্গীরের 'মিডিয়া স্বপ্ন', রবিশঙ্কর মৈত্রীর 'বুকের ব্যথাটা বেড়েই চলেছে', আল মুজাহিদীর 'টেথিসের প্রাচীন লেখমালা'।

সময় প্রকাশন

প্রজ্ঞা লাবণীর 'তুমি', খসরু চৌধুরীর 'দেশ বিদেশের রূপকথা'। অনীক মাহমুদের 'বাংলা উপন্যাসের চিত্তবৈভব ফিরে দেখা', টমি মিয়ার 'টমিস বাঙলা বিউটি'। সময় প্রকাশন থেকে প্রকাশিত মহি হায়দারের 'ঘুঙুর', হামিদুল হোসেন তারেকের 'বিষাক্ত বর্ষার অজস্র ফলা', জুলফিকার আলী মানিকের 'জিয়া হত্যাকান্ড নীল নকশার বিচার', মাহবুব রেজার 'নির্জনের বাবা' তুষার আব্দুল্লাহর 'বাংলাদেশের জ্বালানি নিরাপত্তা'।

জাগৃতি প্রকাশনী

আমাতুল্লাহ পূরবীর 'সরদারস জোকস', মোহাম্মদ শরীফ উদ্দিনের 'অগ্নিশিখা', সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলালের 'ঘৃণিত গৌরব', ফরিদুর রেজা সাগরের 'প্যাট্রিকের গরিলা'। জাগৃতি প্রকাশনীর বইগুলো হলো আনজীর লিটনের 'ভূতের গলির ভূত', মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের 'কত ভাগ্যে বাংলাদেশ, কোথায় দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ', ডিপি বড়ুয়ার 'বাঙালি বৌদ্ধদের সংস্কৃতি ও ইতিহাস'।

সূচিপত্র

ড. ইসরাইল খান সম্পাদিত 'আচার্য আহমদ শরীফ', তপন বাগচী/সাইফুল ইসলাম সম্পাদিত 'বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার দুশো বছর', সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর 'গণতন্ত্রের অমসৃণ পথ', আবদুল মান্নান সৈয়দের 'ঈশ্বর গুপ্ত থেকে শহীদ কাদরী', 'বাংলা সনেট সংগ্রহ' ও 'দুই কবি'।

ড. আনিসুজ্জামান ও ড. খোন্দকার সিরাজুল হকের 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ : সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম', ড. ওয়াকিল আহমদের 'চীবনী চতুষ্টয়' ও 'পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন ও সাম্প্রতিক বাংলাদেশ', আনু মুহাম্মদের 'উন্নয়নের রাজনীতি', শামসুজ্জামান খানের 'মনিরুজ্জামান এছলামাবাদী', মালেকা বেগমের সম্পাদনায় 'স্নেহলতা', ড. আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত 'মুহাম্মদ মনসুর উদ্দিন : জন্মশত বর্ষের স্মরণ', মেজর জেনারেল (অবঃ) মনজুর রশীদ খানের 'বাংলাদেশ সামরিকায়ন, গণতন্ত্রায়ণ ও ক্ষমতার রাজনীতি', ড. মোঃ আশরাফ আলীর 'শিক্ষা প্রসঙ্গ', কাজী আজহার আলীর 'মুক্তিযুদ্ধে আরেক ফ্রন্ট', ড. মাসুমা খানমের 'বাংলা লোকগীতিকার শিল্পরীতি', সাদাত উল্লাহ খানের অনুবাদে 'আধুনিক মালয়েশিয়ান গল্প', আবু করিমের 'নারীদের পছন্দকৃত আবু করিমের কবিতা' ও 'প্রেম আছে বলেই', ড. রহমান হাবিবের 'রবীন্দ্রকাব্য দর্শন', হুমায়ূন কবীরের 'মাঠ পর্যায় থেকে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা : সাম্প্রতিক চালচিত্র', মোহাম্মাদ সা'দাত আলী সম্পাদিত 'শিক্ষা ও উন্নয়নে গ্রন্থাকার', ডা. শুভাগত চৌধুরীর 'শরীর নামের কারখানা', মোহাম্মদ এমদাদুল হকের 'সংগ্রামী ঠাকুরগাঁও ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ', মুশফিকুল ফজল আনসারীর 'জবাবদিহিতা', মোহাম্মদ শামসুল কবীরের 'সম্প্রীতির সংকট ও সমকালীন প্রসঙ্গ'। প্রফেসর নন্দলাল শর্মার 'প্রমথ চৌধুরীর নির্বাচিত প্রবন্ধ', মধুসূদনের 'প্রহসন', 'একেই কি বলে সভ্যতা', 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ', আবু সুফিয়ানের 'আবু সুফিয়ানের তিন উপন্যাস', শরীফ আতিক-উজ-জামানের 'দশ পথিকৃৎ চিত্রশিল্পী', ডা. মিজানুর রহমান কল্লোল ও ডা. সুরঞ্জিৎ কুমার সাহার 'রক্তের যত অসুখ', কাইজার চৌধুরীর 'পাখির খোঁজে'।

র‍্যামন পাবলিশার্স

ড. মুহম্মদ এনামুল হকের 'বঙ্গে সুফী প্রভাব', বজলুর রহমানের 'সাত সমুদ্র অনন্ত জিজ্ঞাসা' ও সৈয়দ হাসিল হাসানের 'জেহাদ দর্শন'। নুরুল ইসলামের 'লালন পদ : আমার দৃষ্টিভঙ্গি'। এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদের (অরিয়েন্টালিজম (সফট বাইন্ডিং), জালাল উদ্দিন রুমির 'দিওয়ানে-ই-শামস-ই তাব্রিজ', শেখ হাবিবুর রহমানের 'মহাকবি শেখ সাদীর গুলিস্তার বঙ্গানুবাদ' ও এরিক ফ্রমের 'দি আর্ট অব লাভিং'। কামাল আহমদের 'সুরে দেখি বাংলাদেশ'। আলী নকী/ইমাদ উদ্দীনের 'আমাদের সংগ্রাম চলবেই' এবং কামাল আহমেদের ' '৭১ চেতনায় অম্লান'। প্রণয় পলিকার্প রোজারিওর 'ধনসম্পদ' এবং যোগীবর বরদাচরণ মজুমদারের 'পথহারার পথ ও দ্বাদশবাণী'। আব্দুল হাকিম এম.এ (ক্যান্টব)-এর 'আধুনিক শিক্ষক'। ফয়েজ আলমের 'উত্তর উপনেবেশী মন'। সাইফ তারিকের 'ফান্তাশা'

একুশে বাংলা প্রকাশনা

ড. আশরাফ সিদ্দিকীর 'প্রবন্ধ সমগ্র', শামসুর

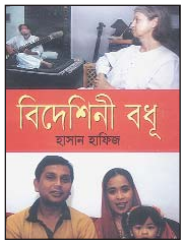

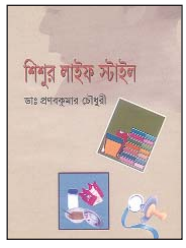

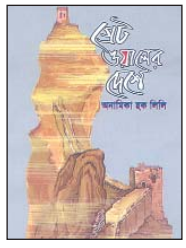

রাহমানের ‘কবে শেষ হবে কৃষ্ণপক্ষ’, বদরুদ্দীন ওমরের ‘মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা যুদ্ধের জয়-পরাজয়’, আসাদ চৌধুরীর ‘চুম্বন করিনি আগে ভুল হয়ে গেছে’, নির্মলেন্দু গুণের ‘নিশিকাব্য’, ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেনের ‘বাংলাদেশের রাষ্ট্র, রাজনীতি ও সুশাসন’, সৈয়দ রোকন উদ্দীনের ‘শিলপাটা মরিচ কাহিনী’, জাহানারা তোফায়েলের ‘ছড়া সমগ্র’, রহিম সাহের ‘প্রকৃতির পাঠশালায় বেজি বাগ বানরেরা’।

আহমদ পাবলিশিং হাউজ

মুহাম্মদ আযহার উদ্দীনের ‘হাদীসের আলো’, ড. মফিজ চৌধুরীর ‘গালিবের গজল’। ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেনের ‘সংসদে কথা বলা যায়’, শেখ মুহম্মদ নুরুল ইসলামের ‘পুরুষের চোখে নারী’, কর্নেল (অবঃ) মোহাম্মদ দিদারুল আলম বীর প্রতীকের ‘জীবন গড়ার সিঁড়ি শিষ্টাচার’। আমিন মালোফের ‘ওমর খৈয়ামের সমরকন্দ’, কুরবাতুল আইন হায়দারের ‘শেষ রাতের সহযাত্রী’, নিকোলাওস এড্রিসিমটজিসের ‘প্রাচীন গ্রীসে প্রেম ও যৌন জীবন’। মুহাম্মদ আবদুল মজিদ সম্পাদিত ‘প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ স্মারকগ্রন্থ’, মুহাম্মদ আব্দুল হালিমের ‘ক’দিনের এই দেখা’, সৈয়দ আলী আহসানের ‘যখন কলকাতায় ছিলাম’, এসএএস মোহাম্মদ জাকারিয়ার ‘শেকড়’। কর্নেল (অবঃ) মোহাম্মদ সফিক উল্লাহ বীর প্রতীকের ‘একাত্তরের রণাঙ্গন গেরিলা যুদ্ধ ও হেমায়েত বাহিনী’ এবং ‘মুক্তিযুদ্ধে নৌ কমান্ডো’। হুমায়ূন কবীরের ‘নদী ও নারী’, আলীমুজ্জামানের ‘শেষ বিকেলের আলো ও আদালত পাড়া’, জহিরুল হক আখন্দের ‘শেষ পাতা নেই’।

অ্যার্ডন পাবলিকেশন

আবদুস সালাম মামুনের ‘উপ-মহাদেশের আইন ও শাসনের ইতিহাস’, আবদুল মান্নান সৈয়দের ‘কবিতার বই’, ‘ভাঙা নৌকা’ এবং ‘প্রেম’, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতারের ‘তাবলীগ জামায়াত : ঈমানী আন্দোলনের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ’, ড. আহসান সাইয়েদের ‘বাংলাদেশে হাদীস চর্চা’।

শ্রাবণ প্রকাশনী

দীপংকর গৌতমের ‘শখের মানুষ পেশার মানুষ’, ওমর তারেক চৌধুরীর ‘এডগার স্নো জেগে ওঠা মানুষের বার্তাবহ’, আনু মুহাম্মদের ‘পুঁজির আন্তর্জাতিকীকরণ এবং অনুন্নত বিশ্ব’, জাকির তালুকদারের ‘রাজনৈতিক ধারার গল্প-২, হা-ভাতভূমি’, প্রশান্ত মৃধার ‘রাজনৈতিক ধারার গল্প-৪ শারদোৎসব’।

AHDPH (A H Development Publishing House)

মোতাহার হোসাইনের ‘Development Administration in Bangladesh’, ফারজানা নাজের ‘Pathways to Women’s Environment is Bangladesh’, মোঃ শামীম আহসানের ‘কূটনীতিকোষ’, ড. এম আবদুল কাদের ভুঁইয়া এবং ড. কে এম রেজাউল করিমের ‘আধুনিক সমাজবিজ্ঞান তত্ত্ব’।

উল্লেখ্য যে, নাট্যকার এবং পরিচালক ফারিয়া হোসেনের উপন্যাস ‘খোলা হাওয়ায় উড়ছে ইলার চুল’ বাজারে এনেছে সময় প্রকাশন। বইটি ইতিমধ্যেই পাঠকপ্রিয়তা লাভ করেছেন। এম শহিদুল ইসলামের সম্পাদিত বই ‘সাক্ষাৎকার’ প্রকাশ করেছে **মৃদুল প্রকাশনী**। আইনবিদ, সমাজবিদ, রাজনীতিবিদ, নাট্যকার, অভিনেতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রতিথযশা কয়েকজন মননশীল ব্যক্তির সাক্ষাৎকার দিয়ে বইটি সজ্জিত।

অতীতের মতো আজও পর্যন্ত বাংলাদেশের একটি বড় অংশ মাদ্রাসা-শিক্ষিত। যদিও বিশ্ব অনেক দূর এগিয়েছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রভূত উন্নয়নের মধ্য দিয়ে সেখানে মাদ্রাসা-শিক্ষিতরা আজও জীবন ও বাস্তবতার অনেক দূরে অবস্থান করছে। তারা ধর্মের নামে নিজেদের ব্যর্থতা থেকে বাঁচতে অস্পষ্ট ধারণা পোষণ করে। অন্যদিকে তাদের পিছিয়ে থাকা বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে কিছু ব্যক্তি নিজেদের আখের গুছিয়ে নিচ্ছে। মাদ্রাসাকেন্দ্রিক এমনি একটি পশ্চাৎপদ গ্রামীণ সমাজ; যেখানে হাসি-কান্না, চিন্তা, বিশ্বাস তথা জীবনাচারের আদি উপকরণ নিয়ে জীবনের বিচরণ। এমনি এক চিত্র ফুটে উঠেছে ‘কালোজোব্বা’ উপন্যাসে।

এছাড়াও অন্যান্য প্রকাশনী থেকে উল্লেখযোগ্য যেসব বই এসেছে তাদের মধ্যে আছে যেমন- **বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স** থেকে রাশেদ খান মেননের ‘বিবিধ প্রসঙ্গ’। **ঘাস ফুল নদী** থেকে সেলিম পারভেজের ‘সময়’ ও অ্যাডলফ্ হিটলারের ‘মাইন কাম্পফ্’। **সেভ দ্য চিলড্রেন** থেকে শেখ ফাহিমা আক্তার শান্তার ‘মায়ের আদর’। **নিউ শিখা প্রকাশনী** থেকে বাছি বিন হাফিজের ‘বিশ্বনবীর বাণী’। **একুশের বাংলা প্রকাশন** থেকে নির্মলেন্দু গুণের ‘বাঙালির জন্মদিন ও অন্যান্য প্রবন্ধ’। **ইতি প্রকাশন** থেকে প্রফেসর একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরীর ‘গোল্ডেন স্টেথোস্কোপ’। **জোনাকী প্রকাশনী** থেকে ইমদাদুল হক মিলনের ‘ছোটদের প্রিয় সায়েন্স ফিকশন’। **সন্ধানী প্রকাশনী** থেকে পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘গ্রামের নামে নাম’। **পার্ল পাবলিকেশন্স** থেকে সারওয়ার-উল-ইসলামের ‘বৃষ্টিরা যায় ইশকুলে’, পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ম্যাজিক বাঁশি’। **মুক্ত প্রকাশ** থেকে শেখ সাদীর ‘ইসলামিক গল্প’। **কৃষ্ণাচূড়া প্রকাশনী** থেকে সামসুন নাহার জামানের ‘রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী’। **গ্রন্থ প্রকাশ** থেকে সাহাদত হোসেন খানের ‘কাশ্মীর টু জেরুজালেম’।